দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩ ...

Sep. 1 9 2002

অর্থ বরাদ্দের অভাবে মাদারীপুরের ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ বন্ধ

মাদারীপুর সংবাদদাতা ।। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে মাদারীপুরের ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের টাকা বকেয়া থাকায় তারাও কাজ শুরু করতে পারছে না। এ দিকে জেলার এই ৭টি অসমাপ্ত ভবনের নির্মাণ কাজ কবে নাগাদ পুনরায় শুরু এবং শেষ হতে পারে তা সংশ্লিষ্টরা বলতে পারছেন না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০০২০০১ অর্থ বছরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর জেলার রাজৈরে দু'টি, শিবচরে একটি, সদরে তিনটি এবং কালকিনিতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় মাঝপথে এসে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

মাদারীপুর পৌর এলাকার আলজাবির হাই স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০০০-২০০১ সালে। প্রায় ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ হয় ভবন নির্মাণের জন্য। ৬৫ ভাগ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থাভাবে বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে।

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

অর্থ বরাদ্দের অভাবে

(১২শ পৃঃ পর)

কালকিনি উপজেলার ডি.কে. আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী কলেজ ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ৩৩ ভাগ কাজ হওয়ার পর অর্থ বরাদ্দের অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শিবচর উপজেলার ভদ্রাশন জিসি একাডেমী ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা। ৪৫ ভাগ কাজ হওয়ার পর বর্তমানে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। সদর উপজেলার ধুরাইল আদর্শ বিদ্যা নিকেতনের ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে। ১৬ লাখ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দের ভবনটি নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। শিরিনজাহান মেমোরিয়াল (বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) ভবন নির্মাণের জন্য ১৬ লাখ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়। ২০০০-২০০১ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে অর্থাভাবে কাজ বন্ধ রয়েছে!

প্রায় ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয় রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট পপুলার হাই স্কুল এণ্ড কলেজ ভবন। ৮৫ ভাগ কাজ শেষ হওয়ার পর মাঝপথে এসে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। টেকেরহাট পপুলার উচ্চ বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০০-২০০১ সালে ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬ লাখ ৬২ হাজার টাকা।